বাংলাদেশ
অর্থনৈতিক সমীক্ষা
২০১১

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জুন ২০১১

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা সরকারের একটি নিয়মিত বার্ষিক প্রকাশনা। ২০১০-১১ অর্থবছরে সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি, সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন নীতি ও কৌশল এবং অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। সমীক্ষাটি প্রতি বছরের ন্যায় এবারো জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে।

২। বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট দৃঢ়তার সাথে বৈশ্বিক মন্দার অভিঘাত মোকাবিলায় সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বিশ্বমন্দার সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে যথাযথ আগাম ধারণা অর্জন এবং সে প্রেক্ষিতে নীতি নির্ধারণ ও প্রণোদনা প্যাকেজের মত নানাবিধ সহায়তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিশ্বমন্দার নেতিবাচক প্রভাব সীমিত পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। মন্দা-পরবর্তী বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ তার অবস্থান সুদৃঢ় রেখেছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জুলাই'১০ থেকে মার্চ'১১ পর্যন্ত অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকসমূহের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ সূচকেই আমাদের অবস্থান খুবই ভাল। এসময়ে রাজস্ব আহরণে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২৭.৩ শতাংশ, রপ্তানি ও আমদানির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪০ শতাংশের ওপরে, ঋণপত্র নিস্পত্তির ভিত্তিতে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামালের আমদানি প্রবৃদ্ধি ৫০ শতাংশের কাছাকছি রয়েছে যা দেশে বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশের ইঙ্গিত বহন করে। জানুয়ারি ২০১১ থেকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশা করা যায় আগামী অর্থবছরে ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হবে। তবে মূল্যস্ফীতির চাপ অর্থনীতির জন্য এক চ্যালেঞ্জ। মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সরকার পর্যাপ্ত খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রশাসনিক, রাজস্ব এবং মুদ্রা খাতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার ফলে আগামী মাসসমূহে মূল্যস্ফীতির হার কমে আসবে বলে আমি আশা করছি।

৩। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক খাতেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। খানা, আয় ও ব্যয় জরিপের তথ্য অনুযায়ী দারিদ্র সীমার নীচ অবস্থানকারী জনসংখ্যা ২০০৫ এ ৪০ শতাংশ থেকে ২০১০-এ ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকৃত ভর্তির হার এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা আনয়ন সংক্রান্ত দুটি এমডিজি অর্জন করেছে। এছাড়া চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূলকরণ, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন এবং শিশু মৃত্যুর হার কমানো সংক্রান্ত এমডিজি অর্জনের পথে অগ্রগামী রয়েছে।

৪। বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯'-এর বিধানমতে প্রতি প্রান্তিকে বাজেট বাস্তবায়ন ও আয় ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হচ্ছে। জাতীয় বাজেটকে সরকারের নীতির সাথে সংযুক্ত, সম্পদ বন্টনকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের কর্মকৃতির সাথে সম্পর্কিত এবং বাজেট বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় আনা হয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি রূপরেখার আলোকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১১-২০১৫) খসড়া ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে দিক্-নির্দেশ প্রদানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৫। সমীক্ষায় দেশের সার্বিক অর্থনীতির মূলধারা বিশ্লেষণ এবং অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত পর্যালোচনার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাত উন্নয়নের বিবরণও স্থান পেয়েছে। সমীক্ষার তথ্য ও উপাত্ত উৎসাহী পাঠক, নীতি নির্ধারক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষার্থী এবং আগ্রহী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৬। মূল্যবান তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা সহযোগিতা করেছে আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ সমীক্ষাটি প্রণয়ন, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যে পরিশ্রম করেছেন সে জন্য তাঁদেরকেও জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

(আবুল মাল আবদুল মুহিত)
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়